যুগান্তর

3 MAY 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জবিতে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে তিন শিক্ষক লাঞ্ছিত

জবি প্রতিনিধি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কয়েকজন ক্যাডারের হাতে তিনজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক মিন্টু আলী বিশ্বাসের কক্ষে এক ছাত্রী অবস্থান করায় ওই ক্যাডাররা তার কাছে চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তাকে মারধর করা হয়। তাকে একটি রুমে তালাবদ্ধ করে রাখে ক্যাডাররা। পরে ছাত্রলীগের নেতারা ঘটনাস্থলে গেলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। বিভাগের অফিস কক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর আসাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে। শিক্ষকদের দাবি, ওই ছাত্রী তার বিভাগের এমএম জুবায়ের হোসাইন নামে এক ছাত্রের বান্ধবী। চাঁদা না দেয়ায় ছাত্রলীগ কর্মীরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ কর্মীরা তাকেসহ তিন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছে। এ ঘটনায় শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক সমিতির কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। প্রভাষক মিন্টু আলী বিশ্বাস অফিস কক্ষে কাজ করছিলেন। এ সময় একই বিভাগের দ্বিতীয় বছরের ছাত্র এমএম জুবায়ের হোসাইন তার বান্ধবীকে নিয়ে আসে। এর কয়েক মিনিট পরই ছাত্রলীগের কর্মী সঞ্জীব (অর্থনীতি), সুমন (বাংলা বিভাগ), মানিক (অর্থনীতি), শাহাদাৎসহ (বাংলা) ৫-৬ জন ওই অফিসে ছাত্রী আসার কারণ জানতে চান। একপর্যায়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা জুবায়েরকে মারধর করে তার বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় পরিচয়পত্র কেড়ে নেয়। জুবায়ের কোনক্রমে বান্ধবীকে নিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। এরপর ছাত্রলীগ কর্মীরা শিক্ষকের কাছে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দাবি করে। কিন্তু ওই শিক্ষক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. অশোক কুমার সাহাসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু শিক্ষকদের উপস্থিতিতেই সঞ্জীব, সুমন, শাহাদাৎ, মানিকসহ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী ওই শিক্ষককে (মিন্টু আলী বিশ্বাস) টেনেহিঁচড়ে অফিস রুমে নিয়ে তালাবদ্ধ করে রাখে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা জাফর ইকবাল ও আবু হানিফ নামে আরও দুই শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। শিক্ষক মিন্টু আলী বিশ্বাস সাংবাদিকদের বলেন, ওই ছাত্রীকে তিনি চিনেন না। ছাত্রলীগ কর্মীদের টাকা না দেয়ায় তারা (ছাত্রলীগ) তার বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা ছড়াচ্ছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জুবায়ের বলেন, সে তার বান্ধবীকে নিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরতে গিয়েছিল। পরে ওই শিক্ষক অফিসে কাজ করছে দেখে তিনি তার বান্ধবীকে নিয়ে সেখানে যান। কিন্তু এ ঘটনাটিকে কিছু নামধারী ছাত্রলীগ কর্মী ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। জুবায়ের আরও অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগ কর্মীরা তার কাছে টাকা দাবি করে। কিন্তু তিনি টাকা না দেয়ায় তাকে মারধর করে পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেয় ওই কর্মীরা। ঘটনাটি জানতে জুবায়েরের বান্ধবীর সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ওই শিক্ষকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। জুবায়েরের সঙ্গে ক্যাম্পাসে ঘুরতে আসার সূত্র ধরেই ওই শিক্ষকের অফিসে যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র তাদের জিম্মি করে টাকা আদায়ের চেষ্টা করে।